সাবেক এমপি মকবুলের ভাগ্নে সবুজের বিরুদ্ধে মামলা

মেহেরপুর-২ আসনের সাবেক এমপি মকবুল হোসেনের ভাগ্নে সবুজের বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণ মামলা করেছে মেহেরপুর প্রতিদিন।

মেহেরপুর প্রতিদিনের সম্পাদক ইয়াদুল মোমিন ও প্রকাশক এম এ এস ইমন বাদী হয়ে মেহেরপুরের সিনিয়র সহকারী জজ আদালতে এ মামলা দায়ের করেন। যার মামলা নম্বর, মানি স্যুট-০১/২০২৩। গত ৩০ জানুয়ারি সেমাবার শুনানি শেষে আদালতের বিজ্ঞ বিচারক মো: বেলাল হোসেন আসামী সবুজ হোসেনের বিরুদ্ধে সমন জারি করেন। আগামী ০৬ এপ্রিল মামলার পরবর্তি দিন ধার্য করা হয়েছে।

মেহেরপুর প্রতিদিনের আইনজীবী নজরুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। মামলার এজাহারে জানা গেছে, মেহেরপুরের গাংনী পৌরসভার ০৮ নং ওয়ার্ড বাগানপাড়ার বাসিন্দা সবুজ হোসেন সাবেক এমপি বীর মুক্তিযোদ্ধা মকবুল হোসেনের ভাগ্নে। তিনি বাদীগণের বিরুদ্ধে ২০২০ সালের ১৩ মে গাংনী থানায় ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা দায়ের করেন। ওই মামলার এজাহারে তিনি মেহেরপুর-২ আসনের সাবেক এমপি মোঃ মকবুল হোসেনের ভাগ্নে বলে পরিচয় দেন। তিনি এজাহারে দাবি করেন বাদীগণ তাহাদের মেহেরপুর প্রতিদিন প্রিন্ট ও একই নামে প্রচারিত অনলাইন পত্রিকা www.meherpurpratidin.com এ ২০২০ সালের ১ মে তারিখে “গাংনীর সাবেক এমপি মকবুলের কান্ড, ২৬ বছর দখলে রেখেছেন পরের বাড়ি” মর্মে একটি মিথ্যা, ভিত্তিহীণ ও মানহানিকর সংবাদ প্রচার ও প্রকাশ করেন। এবং যাহার ফলে এলাকায় শান্তি-শৃঙ্খলার অবনতি হওয়ার উপক্রম হয়েছে মর্মে অভিযোগ করেন।

উল্লেখিত এজাহারের প্রেক্ষিতে গাংনী থানার তৎকালীন অফিসার ইনচার্জ গাংনী থানার মামলা নং ১২, তারিখ- ১৩/০৫/২০১০ ইং ধারা- ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮ এর ২৫(২), ২৯ (১), ৩১ (২) ও ৩৫(২) মতে নিয়মিত মামলা রুজু করেন। যাহা বিজ্ঞ আমলী আদালতে জি.আর-১৮/২০২০ (গাংনী) মূলে নিবন্ধিত হয়। পরবর্তীতে মামলাটি বিভাগীয় স্পেশাল সাইবার ট্রাইব্যুনাল, খুলনা’তে সাইবার ট্রাইব্যুনাল মামলা নং- ১৮০/২০২১ (খুলনা) মূলে নিবন্ধিত হইয়া বিচারাধীন থাকাবস্থায় মেহেরপুর প্রতিদিনের সম্পাদক, প্রকাশকসহ ওই মামলার আসামীরা বিজ্ঞ আদালতে বিগত ইং ২৩/০২/২০২২ তারিখে ফৌজদারী

(Discharge)

সাংবাদিক জনির জামিন না মঞ্জুর; নিহালের ৩ দিনের রিমাণ্ড

মেহেরপুরে হোটেল আটলান্টিকা কাণ্ড মামলায় গ্রেফতার নিহাল আল মুকিতের ৩ দিনের রিমাণ্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত। একই মামলার অপর আসামি সাংবাদিক মিজানুর রহমান জনির জামিন না মঞ্জুর করেছেন একই আদালত।

গতকাল মঙ্গলবার মেহেরপুরের সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট মো: তারিক হাসান এ আদেশ দেন। মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা এসআই আশরাফ আলী এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

আদালত সূত্রে জানা গেছে, গতকাল হোটেল আটলান্টিকা কাণ্ড মামলায় গ্রেফতার নিহাল আল মুকিতের ৭দিনের রিমাণ্ড চেয়ে আবেদন করেন মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা এস আই আশরাফ আলী। আদালতের রিমাণ্ড আবেদন শুনানি শেষে বিজ্ঞ বিচারক ৩দিনের রিমাণ্ড মঞ্জুর করেন।

এর আগে গত রবিবার রাতে মেহেরপুর শহরের এশিয়া নেট মোড় থেকে নিহাল আল মুকিতকে গ্রেফতার কেও ডিবি পুলিশ। আটক নিহাল আল মুকিত শহরের বড় বাজার এলাকার নজরুল ইসলামের ছেলে। তার নিকট থেকে জব্দ মোবাইল ফোনে একাধিক অনৈতিক সম্পর্কের ভিডিও ছবি পাওয়া যায়। তার কাছে হোটেল আটলান্টিকা কাণ্ডে আরো গুরত্বপূর্ণ থাকতে পারে মর্মে আদালতে রিমাণ্ড আবেদন করেন তদন্তকারী কর্মকর্তা।

এছাড়া একই আদালতে একই মামলার অপর আসামি সাংবাদিক মিজানুর রহমান জনির জামিন আবেদন করেন তার আইনজীবী। অপরদিকে তদন্তকারী কর্মকর্তা জামিনের বিরোধীতা করেন। আদালতের বিজ্ঞ বিচারক শুনানী শেষে জনির জামিন না মঞ্জুর করে কারাগারে পাঠান।

প্রসঙ্গত, হোটেল আটলান্টিকা কাণ্ডে পুলিশ ৭ জনকে আটক করেছে। আটকৃতরা কথিত সাংবাদিক নাজনিন খান প্রিয়া, হোটেল মালিক মতিয়ার রহমান, তার ছেলে মামুন, হিজুলির ছন্দা খাতুন, হোটেল কর্মচারী হাসিবুল হক জয়, সাংবাদিক মিজানুর রহমান জনি ও নিহাল আল মুকিত।

ডিবি জানায়, নিহালের কাছে থেকে মেহেরপুর শহরের আলোচিত আটলান্টিক

হোটেল কাণ্ডে তার একাধিক অশ্লীল ভিডিও পাওয়া গেছে এবং নিহাল আলোচিত হোটেল আটলান্টিকাতে অসামাজিক কার্যকলাপের মিডিয়া হিসেবে কাজ করতো এবং নিজেও এসব কর্মকাণ্ডের সুবিধা নিতো।

ডিবি পুলিশ আরো জানায়, হোটেল আটলান্টিকা মামলার আসামি হাসিবুল হক জয়ের ১৬৪ ধারার জবানবন্দি অনুযায়ী তাকে গ্রেফতার করা হয় এবং নেহালের মোবাইলে অসংখ্য মেয়েদের সাথে শারীরিক মিলনের অনৈতিক ভিডিও ছবি পাওয়া গেছে।
উল্লেখ্য, ২২ নভেম্বর মউকের একটি চাঁদাবাজী মামলার আসামী হিসেবে হোটেল আটলান্টিকায় অসামাজিক কার্যকলাপের অন্যতম হোতো নাজনিন খান প্রিয়াকে আটক করে সদর থানা পুলিশ। পরে ওই মামলাটি ডিবিতে হস্তান্তর করা হলে ডিবি পুলিশ মামলার তদন্তকালে ৩০ নভেম্বর মেহেরপুরের ওয়াপদা সড়কে আটলান্টিকা কাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে হোটেল মালিক মতিয়ার রহমান, তার ছেলে মামুন এবং সদর উপজেলার হিজুলী গ্রামের এনামুল হকের মেয়ে ছন্দা খাতুনকে গ্রেফতার করে। ছন্দা খাতুনকে ১৬৪ ধারায় জবাবনবন্দীতে হোটেল আটলান্টিকার অসামাজিক কার্যক্রমের বিবরণ তুলে ধরেন। তার জবানবন্দীতে উঠে আসে ভয়ংকর সব তথ্য। হোটেল মালিক মতিয়ার ও তার ছেলে মামুন স্থানীয় কিছু সাংবাদিকের সহায়তায় হোটেলে বিভিন্ন মেয়েদের ব্যবহার করে বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষের অন্তরঙ্গ মুহুর্তের ভিডিও ধারণ করে সেগুলো সাংবাদিকদের মাধ্যমে চাদাবাজি করে আসছিলেন।

ছন্দা খাতুনের জবানবন্দী নিয়ে মেহেরপুর প্রতিদিনে সংবাদ প্রকাশ হলে মেহেরপুরসহ আশেপাশের কয়েকটি জেলায় সংবাদটি তোলপাড় সৃষ্টি করে। যার রেশ এখনো চলমান। সংবাদে মেহেরপুরের চার সাংবাদিক ও এক আইনজীবীর কথা উঠে আছে। প্রকাশিত ওই সংবাদের চার সাংবাদিকের একজন এশিয়ান টেলিভিশনের সাংবাদিক মিজানুর রহমান জনি।

কোটচাঁদপুর ককটেল ও বোমা উদ্ধার মামলায় ৬ বিএনপির কর্মী

গ্রেফতার

ককটেল ও বোমা উদ্ধার মামলায় ৬ বিএনপির নেতা-কর্মীকে গ্রেফতার করেছেন কোটচাঁদপুর থানা পুলিশ।

গতকাল শনিবার রাতে উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে গ্রেফতার করেছেন তাদেরকে। মামলায় সংশ্লিষ্টতা ছাড়া নিরীহ মানুষকে হয়রানি করা হবে না বললেন,মামলার তদন্তকারি কর্মকর্তা উপপরিদর্শক (এসআই) হাসানুর রহমান।

সংশ্লিষ্ট সুত্রে জানা যায়, গেল বুধবার (০৭-১২-২২) তারিখ রাতে কোটচাঁদপুর পৌর বিএনপির অফিসের পিছন থেকে ৫ টি ককটেল ও ৩ টি পেট্রোল বোমা উদ্ধার করেন স্থানীয় থানা পুলিশ।

ওই ঘটনায় কামরুল হাসান (কাকন) বাদি হয়ে কোটচাঁদপুর থানায় মামলা করেন। যার নাম্বার- ৩,তারিখ- ৭-১২-২২। ওই মামলায় পুলিশ শনিবার রাতে উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালান। এ সময় থানা পুলিশ ৬ বিএনপি নেতা-কর্মীকে গ্রেফতার করেন।

এরমধ্যে রয়েছে কোটচাঁদপুর পৌরসভার দুধসরা গ্রামের জয়নাল হোসেনের ছেলে কাউন্সিলর আবু হানিফ, ভবানিপুরের সাফদার হোসেনের ছেলে হাবিবুর রহমান,উপজেলার গুড়পাড়া গ্রামের মৃত আব্দুর রহিম বিশ্বাসের ছেলে মনিরুজ্জামান,বহিরগাছি গ্রামের মৃত মুনসুর মন্ডলের ছেলে তোয়াছ উদ্দিন,ইকড়ার শমসের মন্ডলের ছেলে ইব্রাহিম মন্ডল,বলাবড়িয়া গ্রামের মৃত আতর আলীর ছেলে ইদ্রিস আলী খান, বিষয়টি নিয়ে কোটচাঁদপুর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) হাসানুর রহমান বলেন,ওই মামলায় ৬ জনকে আটক করা হয়েছে। মামলায় এজাহার ভুক্ত কোন আসামি নাই। সবাই অজ্ঞাত। মামলার আসামি গ্রেফতার অভিযান চলমান রয়েছে।

তিনি আরো বলেন, মামলার সংশ্লিষ্টতা ছাড়া কোন নিরীহ মানুষকে এ মামলায় হয়রানি করা হবে না।

জিএম কাদেরের বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহারের দাবীতে জাপা’র মানববন্ধন

গাংনীতে জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান (এরশাদ) চেয়ারম্যান জি এম কাদেরের বিরুদ্ধে সকল মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মঙ্গলবার (২২ নভেম্বর) বিকালে মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কের গাংনী বাসস্ট্যান্ডে মানববন্ধনের আয়াজেন করে গাংনী উপজেলা জাতীয় পার্টি (এরশাদ)।

মানববন্ধনে নেতৃত্ব দেন উপজেলা জাতীয় পার্টির সভাপতি বাবলুর রহমান ও অন্যতম নেতা কিতাব আলী বিএসসি।এসময় পার্টির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

বামন্দীতে ট্রাফিক পুলিশের অভিযানে ২৮টি গাড়ি ও চালকের বিরুদ্ধে মামলা

গাংনীর বামন্দীতে জেলা ট্রাফিক পুলিশের অভিযানে ২৮টি মোটরসাইকেল জব্দ ও পৃথক আইনে মামলা দায়ের হয়েছে।

আজ সোমবার (১৪ নভেম্বর) সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কের বামন্দী বাসস্ট্যান্ডে এই অভিযান চালানো হয়। মোটরসাইকেলের বৈধ কাগজপত্র না থাকা ও চালকের

বৈধ কাগজপত্র, হেলমেট ও ড্রাইভিং লাইসেন্স না থাকায় তাদের বিরুদ্ধে পুলিশের পক্ষ থেকে মামলাগুলো দায়ের করা হয়। মামলা নিষ্পত্তি শেষে গাড়ি গুলো দেওয়া হবে বলে জানান ট্রাফিক পুলিশ।

জেলা ট্রাফিক পুলিশের সার্জেন্ট মুকুল হোসেন বলেন, বামন্দী বাজার এলাকায় জব্দকৃত গাড়ির কোনো বৈধ কাগজপত্র নেই, এছাড়া চালকের ড্রাইভিং লাইসেন্স ও হেলমেট নেই। তাই এসব গাড়ি জব্দ শেষে পৃথক ধারায় মামলা দেওয়া হয়েছে।

জেলা ট্রাফিক পুলিশ অফিস থেকে মামলা নিষ্পত্তি সাপেক্ষে গাড়ি গুলো নিজ নিজ মালিকের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

মোটারসাইকেল গুলো বামন্দী পুলিশ ক্যাম্প হেফাজতে রাখা হয়েছে। অভিযানে সহযোগীতা করেন, টিএসআই সুলতান আলী, এটিএসআই ইয়াহিয়া ও বামন্দী পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ সহ অন্যান্য সদস্যরা।

গাংনীর কাথুলীতে তুচ্ছ ঘটনায় চার পরিবারের বিরুদ্ধে মামলা

গাংনীর কাথুলী গ্রামের মধ্য পাড়ায় ছাগলে একটি গাছ খাওয়াকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ অগ্নীসংযোগ ও শ্লীলতা হানীর ঘটনায় চারটি পরিবারের মধ্যে চলছে নানা উত্তেজনা ও মামলাবাজি। চারটি পরিবার দফায় দফায় একে অপরের বিরুদ্ধে মোট সাতটি মামলা করেছে। রয়েছে একটি জিডির ঘটনা। গ্রাম্য প্রতিহিংসায় মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে দফায় দফায় হয়রানী করা হচ্ছে এমন দাবী তুলে সংবাদ সম্মেলন করেছে ভুক্তভোগী আব্দুল মজিদ। শনিবার সকালে সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য দেন আব্দুল মজিদ।

পরিবার চারটি সকলেই নিজেদেরকে নির্দোষ দাবী করলেও পুলিশ বলছে, মামলাটি তদন্তে একটি পরিবারকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসানোর খেলায় মেতেছে অন্য দুটি পরিবার। তাছাড়া আরো একটি মামলা তদন্ত করা হচ্ছে।

সংবাদ সম্মেলনে জানায়, গ্রামের আব্দুল মজিদের বাড়ির পাশে লাগানো ধুন্দুল গাছ খেয়ে ফেলে প্রতিবেশী আমিরুলের স্ত্রী মেমেজানের ছাগলে। এ নিয়ে উভয় পরিবারের মধ্যে ঝগড়া ও হাতাহাতির ঘটনা ঘটে। এ নিয়ে আমিরুল ইসলাম বাদি হয়ে আব্দুল মজিদের ভাই

আব্দুর রহমান ওরফে খোকনের নামে মামলা করেন মেহেরপুর আদালতে। ওই মামলার ইন্ধন দাতা প্রতিবেশী হাফিজুল ও তার স্ত্রী মেমেজান। এ নিয়ে চারটি পরিবারের মধ্যে মামলা ও জিডির ঘটনা ঘটেছে সাতটি।

সর্বশেষ গত বুধবার মধ্যরাতে হাফিজুলের বাড়ির পাশে রক্ষিত পাটকাঠির গাঁদায় আগুন লাগে। এতে হাফিজুলের পাঠকাঠির সাথে মজিদের দোকান ঘর পুড়ে যায়। আব্দুল মজিদকে আবারো মিথ্যা মামলায় ফাঁসানোর জন্য নিজের পাটকাঠির গাদায় নিজে আগুন লাগিয়ে হৈচৈ শুরু করে হাফিজুল ও তার স্ত্রী মোমেজান। পরে স্থানীয়রা ছ’টেগিয়ে পানি ঢেলে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। এঘটনায় আবারো আব্দুল মজিদের বিরুদ্ধে মামলার হুমিকি দিচ্ছে হাফিজুল ইসলাম। আবারো নতুন মামলার ভয়ে আতংকিত আব্দুল মজিদ ও তার পরিবারের লোকজন।
এ নিয়েও উভয় পক্ষের মধ্যে চলছে উত্তেজনা। যে কোন সময় বড় ধরনের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটতে পারে বলে আশংকা করছেন স্থানীয়রা।

আব্দুল মজিদ জানান, তার বাড়ির পাশের ধুন্দল গাছ খেয়ে ফেলে প্রতিবেশী আমিরুলের স্ত্রী মেমেজানের ছাগলে। এ নিয়ে উভয় পরিবারের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়। এরই জের ধরে মেমেজান বাদী হয়ে তার ভাই আব্দুর রহমান ওরফে খোকনকে বিবাদী করে মোকাম বিজ্ঞ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইবুনাল মেহেরপুরে একটি মামলা করেন। যার নম্বর-১০৯/২০২২, তাং ০৫/০৭/২২ ইং। মামলায় দাবী করা হয়, মেমেজানকে ধর্ষন করার চেষ্টা করা হয়। একই দিনে মেমেজানের স্বামী আমিরুল ইসলাম আরো একটি মামলা করেন। ওই মামলার এজাহারে দাবী করা হয়, তার স্ত্রীকে মারধর করে শ্লীলতা হানীর পাশাপাশি আব্দুল মজিদ ও তার লোকজন মেমেজানকে ব্যাপক মারপিট করে হত্যার চেষ্টা চালায়।

বিজ্ঞ আদালত মামলাটি আমলে নিয়ে গাংনী থানা পুলিশকে তদন্ত দিলে পুলিশ ধর্ষনের চেষ্টা ও মারপিটের কোন ঘটনা ঘটে নাই বলে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেন। এতে না রাজি দেন মেমেজান। পরে মামলাটির তদন্ত দেয়া হয় পিবিআইকে। পিবিআই এর তদন্তকারী কর্মকর্তা এসআই ইমরান হোসেন ঘটনার তদন্ত সাপেক্ষে প্রতিবেদন দাখিল করেন। প্রতিবেদনে শ্লীলতা হানী ও মারপিটের ঘটনা মিথ্যা বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন।

এদিকে আমিরুল ইসলাম ও তার স্ত্রীর মামলায় উস্কানী ও ইন্ধন দাতা হিসেবে সন্দেহ করে প্রতিবেশী হাফিজুল ইসলাম ও তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে গাংনী থানায় একটি জিডি করেন আব্দুল মজিদ। এ ঘটনায় গাংনী থানা পুলিশ চার পরিবারকে থানায় হাজির হবার জন্য নোটিশ প্রদান

করলে আবারো উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। এ ঘটনায় হাফিজুলের স্ত্রী মেমেজান ০২ নভেম্বর বিজ্ঞ সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে আব্দুল মজিদসহ পাঁচজনকে আসামী করা হয়। আসামী থেকে বাদ পড়েনি বাবার বাড়িতে বেড়াতে আসা মজিদের মেয়ে জোসনা খাতুন।

মামলায় বাদীকে মারপিট শ্লীলতাহানী ও তার গায়ের গহনা লুট করার অভিযোগ করা হয়। মামলাটি গাংনী থানায় তদন্তাধীন। মামলাটি সম্পুর্ণ মিথ্যা বলে দাবী করেছেন আব্দুল মজিদ ও তার লোকজন।

গ্রামবাসীরাও হাফিজুলের অত্যাচারে অতিষ্ট রয়েছে। হাফিজুলের মামলার ভয়ে কেউ মুখ খুলতে সাহস পাইনা। সংবাদ সম্মেলনে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি,এলাকাবাসী ও ভুক্তভোগী পরিবারের লোকজন উপস্থিত ছিলেন।

বাদী হাফিজুল ইসলামের স্ত্রী মেমেজান জানান, ১২ বছর আগে জমি জমা সংক্রান্ত বিরোধের জের ধরে মামলা চলছিল। এরই জের ধরে ও প্রতিবেশীদের মামলার ইন্ধন দাতা হিসেবে সন্দেহ করে তার শ্লীলতা হানী মারপিট ও গহনা ছিন্তাই করা হয়েছে। পরে আমার ৬ বিঘা জমির পাটকাঠি পুড়িয়ে দেয়ার অভিযোগ করেন হাফিজুল ইসলাম।

গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক জানান, মামলা পাল্টা পাল্টি মামলার ঘটনাটি তদন্ত করা হচ্ছে। প্রকৃত ঘটনার প্রতিবেদন আদালতে পেশ করা হবে।

গাংনীর আলোচিত রফিজুলকে দুই সহযোগীসহ গণধোলাই দিয়ে পুলিশে সোপর্দ

গাংনী উপজেলার বাহাগুন্দা গ্রামের বহুল আলোচিত রফিজুল ইসলাম ওরফে লাল মিয়া দুই সহযোগীসহ কুষ্টিয়ার ভেড়ামারাতে জাল ডলারের কারবার করতে গিয়ে গণপিটুনির স্বীকার হয়েছেন।
পরে পুলিশ জনতার হাত থেকে উদ্ধার করে পুলিশ আইনের ৩৪ ধারায়

গ্রেফতার দেখিয়ে আদালতের মাধ্যমে জেল হাজতে প্রেরণ করেছে। ভেড়ামারা থানার সেকেন্ড অফিসার প্রতাপ রায় এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

অপর দুই সহযোগীরা হলেন গাংনী উপজেলার বাহাগুন্দা গ্রামের আসাদুল ইসলামের ছেলে শরীফুল ইসলাম ও কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার সংগ্রামপুর গ্রামের আব্দুল হান্নানের ছেলে বিচ্ছাদ আলী। ভেড়ামারা থানার সেকেন্ড অফিসার প্রতাপ রায় বলেন, ভেড়ামারা রেল স্টেশনের পাশে অভিযুক্ত তিনজন জাল ডলারের কারবার নিয়ে স্থানীয় কিছু মানুষের সাথে বিবাদে জড়িয়ে পড়েন। এক সময় তাদের গণধোলায় দেয়। এসময় স্থানীয়দের দেওয়া খবর পেয়ে সেখানে গিয়ে ওই তিনজনকে উদ্ধার করে থানায় নেওয়া হয়। তাদের বিরুদ্ধে মামলার কোনো বাদি না পাওয়ায় পুলিশ আইনের ৩৪ ধারায় মামলা দেওয়া হয়। যার মামলা নং ৭০/২২, তারিখ ১১/১১/২০২২ ইং।
ভেড়ামাড়া রেললাইন পাড়া এলাকার সাবুর আলী ও রহমত আলী বলেন, ওই তিনজন এলাকায় জাল ডলার পাচারের একটি চক্র গড়ে তোলার জন্য প্রচেষ্টা চালাচ্ছিল। স্থানীয় মানুষজন তাদের সন্দেহ করে। পরে ধরে গণধোলায় দিয়ে পুলিশকে খবর দিলে পুলিশ তাদের উদ্ধার করে নিয়ে যায়।
জানা গেছে, রফিজুল ইসলামের বিরুদ্ধে নারী নির্যাতন, ধর্ষণ, মোটরসাইকেল ছিনতাই, মারামারীসহ একাধিক অভিযোগে ৬ টি মামলা বিচারাধীন রয়েছে। সে নিজেকে কখনো কখনো সাংবাদিক পরিচয় দিয়ে বেড়াতো।

মেহেরপুরে হেরোইনসহ মাদক ব্যবসায়ী আটক

মেহেরপুর সীমান্তে বিজিবির অভিযানে ২ গ্রাম হেরোইনসহ বকুল হোসেন (২৫) নামের এক মাদক ব্যবসায়ী আটক হয়েছে।
আটক বকুল হোসেন মেহেরপুর সদর উপজেলার সীমান্তবর্তি ঝাঁঝাঁ গ্রামের আবুল শেখের ছেলে।
আজ শুক্রবার (১১ নভেম্বর) বিকাল ৪ টার দিকে বাজিতপুর বিওপি

কমান্ডার হাবিলদার শাহিনের নেতৃত্বে বিজিবির একটি টহল দল গোপন সংবাদে অভিযান চালিয়ে হেরোইনসহ বকুলকে আটক করেন।
বাজিতপুর বিওপি কমান্ডার হাবিলদার শাহিন বলেন, মাদক পাচার হচ্ছে এমন সংবাদের ভিত্ত্বিতে ঝাঁঝাঁ গ্রামে অভিযান চালানো হয়। মাদক ব্যবসায়ী বকুল সেখান দিয়ে যাওয়ার বিজিবি সদস্যরা তাকে চ্যালেঞ্জ করেন। পরে তার শরীর থেকে হেরোইন উদ্ধার হয়।
এঘটনায় বিজিবির পক্ষ থেকে মেহেরপুর সদর থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দিয়ে আসামি সোপর্দ করা হয়েছে।

গাংনীতে দুই বাড়িতে চুরির ঘটনায় চোর সন্দেহে ৫ জন গ্রেফতার

গাংনী উপজেলা শহরের চৌগাছা গ্রামে দুই বাড়িতে চুরির ঘটনায় চোর সন্দেহে ৫ জনকে গ্রেফতার করেছে গাংনী থানা পুলিশ।
এরা হলো গাংনী পৌর শহরের পূর্ব মালশাদহ গ্রামের মৃতু আব্দুস শুকুরের ছেলে আব্দুল হালিম (২১), গাংনী উপজেলার চেংগাড়া গ্রামের হারুন অর রশিদের ছেলে রবিউল ইসলাম (২১), পৌর এলাকার ফতাইপুর গ্রামের বাহারুল ইসলামের ছেলে নাহিদ হোসেন (১৯) একই গ্রামের মামুনের ছেলে জনি (৩০) ও ধর্মচাকী গ্রামের ইন্তাজুল হকের ছেলে রাশেদুল ইসলাম (২১)।
বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতের বিভিন্ন সময়ে গাংনী থানা পুলিশের একাধিক টিম পৃথক অভিযান চালিয়ে এই ৫ জনকে গ্রেফতার করেন। গ্রেফতারকৃত এসব আসামিদের নামে এর আগেও চুরির অভিযোগে একাধিক মামলা রয়েছে বলে পুলিশ জানান।
গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক এ তথ্য নিশ্চিত করেন। তিনি জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে এসব আসামিদের গ্রেফতার করা হয়।
গ্রেফতারকৃতদের আজ শুক্রবার দুপুরের দিকে মেহেরপুর আদালতে নেয়া হয়েছে। তাদের রিমান্ডের আবেদন করা হয়েছে।
উল্লেখ্য, গতকাল (১০ নভেম্বর) সকাল ১০ টা থেকে বেলা ১ টা পর্যন্ত

সময়ের মধ্যে চৌগাছা গ্রামে গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসারের অফিস স্টাফ রোজিফা খাতুন ও ব্যবসায়ী আক্তারুজ্জামানের বাড়িতে চুরির ঘটনা ঘটে। এতে ওই বাড়ি দুটি থেকে ১৫ ভরি ওজনের স্বর্ণালংকার ও নগদ ৩ লাখ ৩০ হাজার টাকা চুরির ঘটনা ঘটে।
এঘটনায় রোজিফা খাতুন বাদী হয়ে গাংনী থানায় ৪৫৪/৩৮০ ধারায় একটি চুরির মামলা দায়ের করেন যার নং ১৫, তারিখ ১১/১১/২০২২ ইং।

মাদকে সয়লাব দর্শনাঞ্চল ২৯৫টি মামলার মধ্যে ১৬৫টি মাদকের, গ্রেফতার-৭৫৭

চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা থানার এলাকার বিভিন্ন স্থানে মাদকের ছড়াছড়ি। হাত বাড়ালেই মিলছে মাদক। শহর কিংবা গ্রাম সবখানেই রয়েছে মাদক। দর্শনা থানায় ২৯৫ টি বিভিন্ন মামলার মধ্যে ১৫৬ টি মাদকের মামলা। সেখানে মাদকসহ অন্যান্য মামলায় গ্রেফতার হয়েছে ৭৫৭ জন।

গত ১ বছর ৩ মাসে দর্শনা সহ-থানা এলাকায় ব্যাপক হারে মাদক সেবন ও মাদক ব্যবসা চলছে দেদারছে বেড়ে গেছে। এ মামলায় গ্রেফতারের সংখ্যা এ পর্যন্ত ৭৫৭ জন। এ সংক্রান্ত অভিযানে ব্যাবসায়ী গ্রেফতারের পাশিপাশি উদ্ধার করা হয়েছে ভারতীয় ফেনসিডিল ২ হাজার ৪ শত ৫৫ বোতল, ইয়াবা ১হাজার ৩ শত ৭৫ পিচ, বিদেশী মদ ৩৯ বোতল, চুলাই মদ ৬৭টি লিটার, টেপেন্ডাল ট্যাবলেট ৫ হাজার ৭ শত ৯৬ পিচ, গাঁজা ৫৯ কেজি গাঁজা, ৪টি গাজার গাছ, বিদেশী সিগারেট ১ হাজার ৮শত ৭০ প্যাকেট। এ সকল মাদকদৃশ্য বলে দেয় দর্শনা থানা এলাকা মাদকে সয়লাভ।

এছাড়া বিভিন্ন স্থানে বসছে মাদকের আড্ডা। দর্শনা মদনা গ্রামের টাওয়ারের পাশে দোকানের পিছনে প্রতিনিয়ত চলছে মাদকের আড্ডা, পরাণপুর স্কুল মাঠে সন্ধায় চলছে গাঁজা সেবন, দর্শনা রেলগেট সংলগ্ন এলাকায় প্রতিদিন বিকালে ইয়বা ও ফেন্সিডিল বিক্রী, দর্শনা হল্ট ষ্টেশনের উভয় পাশে মাদক ব্যবসা চলছে দেদারছে। এছাড়া দর্শনার

আকন্দবাড়িয়া রামনগর, জয়নগর, ঈশ্বরচন্দ্রপুর, আজমপুর ও শ্যামপুর গ্রামসহ থানাধীন বিভিন্ন স্থানে মাদক সেবন যেন ওপেন সিকরেট। দর্শনায় রয়েছে বৃহত্তম চিনিশিল্প, রয়েছে রেলওয়ে শুল্ক ষ্টেশন ও আন্তর্জাতিক চেকপোস্ট। এ উপজেলার বিভিন্ন সীমান্ত কোলঘেঁষা এলাকা দর্শনা।

এই দর্শনায় হাত বাড়ালেই পাওয়া যাচ্ছে মরন নেশা ইয়াবা, ফেনসিডিল, গাঁজাসহ বিভিন্ন ধরনের নেশাজাত দ্রব্য। এসব সেবন করছে উঠতি বয়েসের যুবকরা ও স্কুল কলেজ পড়ুয়া ছেলারাসহ বিভিন্ন শ্রেনী পেশার মানুষ। প্রতিদিন দেখা যাচ্ছে চুয়াডাঙ্গা জেলাসহ বিভিন্ন এলাকা থেকে প্রাইভেটকার ও মটরসাইকেলসহ বিভিন্ন ধরনের যানবাহন যোগে দর্শনা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় আগমন করতে। ফলে দর্শনা পৌরসভাসহ সীমান্ত এলাকার বিভিন্ন গ্রামে গিয়ে দেখা যায় মরন নেশা মাদক সেবন করা। পুলিশ প্রশাসন দুই একটা ছোট মাদক ব্যাবসায়ীকে আটক করলেও ধরা ছোঁয়ার বাইরে রয়েছে মাদকের শীর্ষ গডফাদারা।

প্রশাসন এখনই লাগাম টেনে না ধরলে ভয়াল মাদকের ছোবলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম নিঃশেষ হয়ে যাবে। উলেখ্য, চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার বিরাট অংশ ভারতীয় সীমান্ত সংলগ্ন হওয়ায় এখানে মাদকদ্রব্য শুধু সহজলভ্যই নয় বরং এখান থেকে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পাচার হয়ে থাকে মরন নেশা মাদক। বর্তমানে দর্শনায় প্রতিটি গ্রামে ছেঁয়ে গেছে মরণ নেশা মাদক। যেটা নীরবে ধ্বংস করে দেয় একটি মানুষ, একটি পরিবার আর একটি জাতিকে। ফলে খুব সহজেই মাদক পাওয়ার কারণে আমাদের তরুণ প্রজন্ম মাদকের ওপর ঝুঁকে পড়ছে। মাদকের ভয়াল থাবায় ধ্বংসের অতল গহ্বরে হারিয়ে যাচ্ছে আমাদের যুবসমাজ। দেশের জনসংখ্যার সবচেয়ে বড় একটি অংশ রয়েছে তরুণ প্রজন্ম। তরুণরা একটি দেশের ভবিষ্যৎ স্বপ্নদ্রষ্ট।

তাদের মধ্যে যে শক্তি, সাহস আর উদ্দীপনা রয়েছে, সেটা যদি দেশের কল্যাণে কাজে না লেগে ব্যাহৃত হচ্ছে দেশের তরুণ্য শক্তি। যে তরুণরাই আগামীর বাংলাদেশের কান্ডারি হবে। তরা বেকারত্বের জ্বালাযন্ত্রনা আর কষ্টে ঝুঁকে মাদক সেবণের প্রতি।
আমাদের কবি-সাহিত্যিকেরা বলেছেন বিগত দিনে তরুণ্যরই সর্বক্ষেত্রে জয়গান গেয়েছেন। আগামীর সুন্দর বাংলাদেশ গড়ার জন্য শপথ নিতে দেশ ও সমাজকে এগিয়ে নেবে এবং পাশাপাশি দেশটাকে সুন্দর করতে স্বার্থকভাবে চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার মানসিকতা অন্তরে ধারণ করতে হবে। সেখানে মাদকের ছোবলে নিজেরাই ধংস হচ্ছে। মাদক সেবনের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি পরিলক্ষিত হয় কিশোর থেকে ৪৫ বছরের বয়সীদের

মধ্যে। মাদকসেবীর মধ্যে ৮০ শতাংশই তরুণ আবার ৪০ শতাংশ হলো বেকার। ফলে এ সব মাদকসেবীদের মধ্যে ৫০ শতাংশ বিভিন্ন অপরাধের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়ছে। মাদকের ছোবলে এদের কোমল হাত রূপান্তরিত হচ্ছে খুনির হাতে।

আপনারা নিশ্চয়ই ভুলে যাননি ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ুয়া শিক্ষার্থী ঐশীর কথা! যার হাতে খুন হতে হয়েছিল তার পিতা পুলিশ কর্মকর্তা মাহফুজুর রহমান ও তার মা স্বপ্না রহমান। তাদের দোষ ছিলো তারা তাদের মেয়েকে মাদকাশক্তি থেকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেছিল। সারাদেশে খোঁজ করলে আপনি দেখতে পাবেন এমন শতশত ঐশীকে। যারা নিত্যদিন মাদকাসক্ত হয়ে খুন করছে মাতাপিতা কিংবা পরিবারের অন্য কোন সদস্য এবং ভেঙ্গে ফেলছে পরিবারের সুন্দর স্বপ্নকে। বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপটে আমাদের তরুণদের সকল শক্তি, সাহস আর উদ্দীপনা হারিয়ে যাচ্ছে মাদকের ভয়াল গ্রাসে। দিনদিন এই মাদকের সম্প্রসারণ বেড়েই চলছে।

এখন প্রশ্ন উঠেছে, মাদক কোথায় নিয়ে যাচ্ছে আমাদের যুবসমাজকে? আর এর পরিণতিই বা কী হবে? কিংবা এর থেকে উত্তরণের উপায় কী? এমন নানা প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে আমাদের মনে। এই মাদকের রাজ্যে প্রবেশ করার প্রথম সদর দরজা হলো ধূমপান বা তামাক গ্রহণ। যেটা আজ শহরাঞ্চল কিংবা গ্রামাঞ্চলে সবজায়গায় বিদ্যমান। এমনকি আমাদের আগামীর স্বপ্ন যারা, সেই শিক্ষার্থীদের অনেকেই এটাকে মনে করে স্মার্ট হওয়ার মানদন্ড।

সুতরাং আর বুঝতে বাকি নেই, মাদক এই জাতিকে কোন পর্যায়ে নিয়ে দাঁড় করিয়েছে। মাদকাসক্তির পিছনে কাজ করে তিনটি কারণ। জৈবিক, ব্যক্তিভিত্তিক এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা। আর এই পারিপার্শ্বিক অবস্থাই মুখ্য ভূমিকা পালন করে। বন্ধু-বান্ধবের খারাপ প্রভাব, ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার অভাব, নতুন অভিজ্ঞতা গ্রহণের ইচ্ছা, অবসর সময় কাটানোর কোনো ভালো মাধ্যম না থাকা, বেকারত্বের হতাশা ও ক্ষোভ, মূল্যবোধের অভাব, মাদকের ভয়াবহতা না জানা, মাদকের সহজল্যভতা, খারাপ দৃষ্টিভঙ্গি এবং সহজেই আনন্দ পাওয়ার ও যৌনশক্তি বৃদ্ধির ইচ্ছা। পারিবারিক কলহও মাদকাসক্তির অন্যতম কারণ।

মাদকাসক্তির ফলে আমাদের শারীরিক, সামাজিক, মানসিক, আর্থিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষতিসাধন হয়। আমাদের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রতঙ্গ অকেজো ও দূর্বল হয়ে পড়ে। মাদক এমন একটি জিনিস যেটা একজন মানুষকে

জীবনকে তার স্বাভাবিক জীবন থেকে সম্পূর্ণভাবে দূরে সরিয়ে নেয়। তার পরেও থেমে নেই মাদকের কারবার।

চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলা সীমান্তবর্তী হওয়ায় বিভিন্ন সীমান্ত দিয়ে দেশে ধেয়ে আসছে মাদক। যার ফলে মাদকে ভাসছে উপজেলার সীমান্তবর্তী দর্শনা। দর্শনা থানায় গত ১ বছর ৩ মাসে মোট ২৯৫টি মামলার মধ্যে ১৫৬ টি মামলায় মাদকের।

এ মামলায় গ্রেফতারের সংখ্যা এ পর্যন্ত ৭৫৭ জন। এ সংক্রান্ত অভিযানে ব্যাবসায়ী গ্রেফতারের পাশিপাশি উদ্ধার করা হয়েছে ভারতীয় ফেনসিডিল ২হাজার ৪ শত ৫৫ বোতল, ইয়াবা ১হাজার ৩শত ৭৫ পিচ, মদ ৬৭টি লিটার, টেপেন্ডাল ট্যাবলেট ৫ হাজার ৭শত ৯৬ পিচ, গাঁজা ৫৯ কেজি গাঁজা, ৪টি গাজার গাছ, বিদেশী সিগারেট ১ হাজার ৮শত ৭০ প্যাকেট। এ সকল মাদকদ্রব্য আটকের দৃশ্য দেখে বুঝতে বাকি থাকে না যে,দর্শনা মাদক কতটা ভয়ংকর রুপ নিয়ে বিস্তর লাভ করেছে। তাই মাদকের সয়লাবের লাগাম টেনে ধরা না হলে মাদক সেবনের ফলে ধব্বংশ হয়ে যাবে যুবসমাজ। মাদকের এ ভয়াল আগ্রাসনের সয়লাব ঠেকাতে প্রশাসনের জোরালো ভুমিকা রাখার জোর দাবী জানিয়েছে এলাকার সচেতন মহল।